বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ধারণাঃ

১. **"Inform ATU" Mobile Apps:** বাংলাদেশের সকল নাগরিক "ইনফর্ম এটিইউ" মোবাইল এ্যাপস ব্যবহার করে জঙ্গিবাদ/উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ, বোমা/বিস্ফোরণ, সংগঠিত অপরাধ (অর্গানাইজড ক্রাইম), ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত যে কোন ধরনের তথ্য দিতে পারবেন। তথ্য প্রদানকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয় গোপন রাখা হবে। এন্টি টেররিজম ইউনিট সাধারণ জনগনের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই এ্যাপস ব্যবহার করে সমাজে জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হবেন।

[এন্টি টেররিজম ইউনিট, ঢাকা]

২. **পুলিশ সদস্যদের ছুটি প্রক্রিয়া সহজিকরণ:** প্রত্যেক পুলিশ সদস্য Online এ ছুটির আবেদন করবে এবং ছুটির আবেদনটি সরাসরি ছুটি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রগামী হবে। ছুটির আবেদন পাওয়ার পর ছুটি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য দেখে নিয়ে ছুটি প্রদান করবেন অথবা ছুটির আবেদন নাকচ করবেন। যদি ছুটি প্রদান অথবা নাকচ করেন সে তথ্য Online ছুটি গ্রহণকারী পুলিশ সদস্যের নিকট চলে যাবে। প্রত্যেক পুলিশ সদস্য Police ID এর মাধ্যমে Log in করে তার ছুটি সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারবে।

[পুলিশ সুপারের কার্যালয়, মানিকগঞ্জ]

৩. **ফেইস ডিটেক্টর সফটওয়্যারের ব্যবহার:** এটি একটি সফটওয়্যার। এটা শুধু সিসি ক্যামেরার ক্ষেত্রে কার্যকর। কোন অপরাধীর ছবি উক্ত সফটওয়্যারে ইনপুট দিয়ে রাখলে সিসি ক্যামেরার আওতাধীন এলাকায় ঐ অপরাধী প্রবেশ করলে উক্ত সফটওয়্যার ঐ অপরাধীর ফেইস ডিটেক্ট করবে এবং সংগে সংগে উক্ত অপরাধীর অবস্থান জানিয়ে নির্ধারিত মোবাইল ফোনে ম্যাসেজ পাঠাবে। পুলিশ তখন ঐ অপরাধীকে ধরতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে যে কোন Object ঐ সফটওয়্যারে Detect করতে সক্ষম। এর মাধ্যমে একটি এলাকাকে পুরোপুরি পুলিশি পর্যবেক্ষনে আনা যায়। এর মাধ্যমে পূর্ব থেকে Input দেওয়া ছবির ব্যক্তির ফেইস বা মুখমন্ডল সিসি ক্যামেরার আওতায় আসলেই তা বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে সনাক্ত করে তখন সফটওয়্যার নির্ধারিত মোবাইল নাম্বারে ঐ অপরাধীর অবস্থান জানিয়ে মেসেজ পাঠাবে। ফলে উক্ত অপরাধীকে অতি সহজেই ধরে ফেলা সম্ভব হবে।

[পুলিশ সুপারের কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া]

৪. **মাদক, নারী নির্যাতন ও জঙ্গীবাদ বিরোধী ফুটবল টুর্ণামেন্ট :** পুলিশ হেডকোয়াটার্সের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ খ্রি: তৈরীর লক্ষে উদ্ভাবনী কাজের ধারাবাহিকতায় সর্বস্তরের জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত গাজীপুর জেলাব্যাপী চলমান "মাদক, নারী নির্যাতন ও জঙ্গীবাদ বিরোধী ফুটবল টুর্ণামেন্ট" প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সামাজিকভাবে ব্যাপক প্রশংসিত হয়, যা একটি সফল সামাজিক আন্দোলনে রূপ নেয়।

[পুলিশ সুপারের কার্যালয়, গাজীপুর]

৫. **ডিজিটাল পজ মেশিনের মাধ্যমে প্রসিকিউশন কার্যক্রম:** ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় আইন অমান্য ও ত্রুটিপূর্ণ কাগজপত্র ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন এসএমপিতে অনেক যানবাহনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। মামলার জরিমানা পরিশোধ করতে যানবাহনের মালিককে ভোগান্তি সহ্য করতে হয়। যানবাহনের মালিকদের ভোগান্তি ও সময় ব্যয় কমিয়ে আনতে গত ২০ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে পুলিশ কমিশনার এসএমপি, সিলেট মহোদয়ের উদ্যোগে মহানগর ট্রাফিক বিভাগে ডিজিটাল পস মেশিন ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ট্রাফিক পুলিশ স্বল্প সময়ে অনেক কাজ করতে পারেন এবং কাজের স্বাচ্ছন্দ পাওয়া যায়। পস মেশিনে গাড়ির নাম্বার, মামলার কারণ ও জরিমানার পরিমানসহ সব ধরনের তথ্য তাৎক্ষণিক পাওয়া যায়। এতে গ্রাহকরা সহজেই ইউক্যাশ এর মাধ্যমে জরিমানা পরিশোধ করতে পারেন।

[পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়, এসএমপি, সিলেট]